85

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি জেলায় ২ সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা নেই

।। নিখিল চ্যাটার্জী ।।

পটুয়াখালী, ২৬শে সেপ্টেম্বর।- দক্ষিণাঞ্চলের ৬ জেলায় ২ সহস্রাধিক মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় কৃষি বিষয়ক শিক্ষক ও কৃষি উপকরণ না থাকার ফলে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

দক্ষিণাঞ্চলের এ জেলাগুলো হচ্ছে পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। এ ৬টি জেলায় ২০টি সরকারি বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮৯০টি বেসরকারি বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৫৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৯৭৪টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। একমাত্র সরকারি ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিষয়ক শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া বাকি কোন বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক কিংবা মাদ্রাসায় কোন কৃষি বিষয়ক শিক্ষক নেই।

১৯৯৪ সালে সরকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্কুল, মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। কিন্তু এ বিষয়ের উপর শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসায় কোন নিয়োগদানও দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জেলার বিভিন্ন এলাকার বিদ্যালয়সমূহের কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করলে তারা জানায়, কৃষি শিক্ষা বিষয়ের ওপর ডিপ্লোমা শিক্ষক পাওয়া যায় না। যারা বি-এজি পাস করে তারা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে আগ্রহী হয় না। এ অবস্থায় যে সকল বিজ্ঞান শিক্ষকদের জীববিদ্যা রয়েছে তাদেরকে ২০ দিনের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কোনমতে ক্লাস চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়কে বিপাকে পড়তে হয়। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১ জন শিক্ষককে দিয়ে ২টি বিষয়ে চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামের কোন মাদ্রাসায়ই জীববিদ্যার কোন শিক্ষক নেই। ফলে এসব মাদ্রাসায় আদৌ এ দু'টি বিষয়ে কোন পাঠদান দেয়া হচ্ছে না।

তাছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবহারিক উপকরণও নেই। দু'-একটি বিদ্যালয়ে থাকলেও শিক্ষকের অভাবে তা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায়ই ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের কৃষি শিক্ষার ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং শিক্ষকরাও পরীক্ষা নিয়েছেন।

এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সহশিক্ষা স্কুলের ছাত্রীরা। তাদের জন্য কৃষি শিক্ষা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যে সকল স্কুলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন, সে সকল স্কুলের ছাত্রীরা কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারবে। একমাত্র জেলা শহর ছাড়া গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমনকি থানা সদরে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়েও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কোন শিক্ষক নেই। এর ফলে গ্রামের ছাত্রীরা এ শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারছে না।